আদেশ-উপদেশ (রমিজ বিধান) এর ব্যাখ্যা

১। সৎগুরুর চরণে তোমার বিকাইও জীবন,
অন্তর্যামী অন্তরের ব্যাথা করিবে বারণ।

<u>ব্যাখ্যা:</u> এই সিদ্ধবাক্যে মহাগুরু রমিজ সকল পরম ভক্তকে সদ্‌গুরুর নিকট তাদের জীবনকে বিলাইয়া দেবার আদেশ দিচ্ছেন। এখানে জীবন বলতে ভক্তের সারাজীবন ব্যাপি যত পাপ এবং অপরাধ করেছেন সেই অপরাধী জীবনের সকল কর্মকান্ডকে বুঝাচ্ছেন। সদ্‌গুরুর নিকট হতে প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মসমালোচনা পূর্বক নিজের সকল প্রকার পাপ নির্ণয় করতঃ অকপটে এবং অকুণ্ঠ চিত্তে তা সদ্‌গুরুর নিকট প্রকাশ করতে হবে। পরম ভক্তের জানমাল এবং যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও গুরুর নিকট বিলীন করে দিতে হবে। তার অর্থ হলো ভক্তের সব কিছুর হেফাজতকারী হচ্ছেন পরম সদ্‌গুরু। তিনি তাঁর কৃপাগুণে ভক্তের সর্বস্ব বা সব কিছু হেফাজত করবেন। গুরুর নিকট পরম ভক্তের আর্থিক কর্ম, গুরুর ইচ্ছায় ভক্তের আর্থিক আয় হতেই করতে হবে।

সদ্‌গুরুর নিকট পরম ভক্তের আমিত্বকে বিসর্জন দেয়াই হচ্ছে সর্বস্ব অর্পণ করা। আর তা হলেই সদ্‌গুরুর পরামাত্মার সহিত পরম ভক্তের আত্মার মিলন হবে। উক্ত অবস্থায় ভক্তের আত্মাও পরমাত্মা হয়ে যাবে। পরমাত্মায় পরমাত্মার মিলন হয়ে মহা পরমাত্মায় রূপান্তরিত হবে।

এ অবস্থায় একজন সদ্‌গুরুর কৃপায় ও আবেদনে ভক্তের সকল পাপ কর্তন হয়ে যাবে এবং সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে পরম ভক্ত নিত্য দৈববাণী প্রাপ্ত হবে। ভক্ত, গুরুর আদেশ পালন করলে পূর্ব কর্ম ও ইহকালের কর্ম কর্তন হবে এবং আত্মার মুক্তিলাভ করবে।

আর এ অবস্থায় সদ্‌গুরু ভক্তের সকল আত্মিক চাহিদা (অন্তরের ব্যাথা) মিটাইয়া দিতে পারেন। অন্তরের ব্যাথা বল্‌তে পূর্ব জন্মের এবং বর্তমান জন্মের অপরাধী মূলক যত পাপ আছে ঐ সমস্ত পাপের কর্মফল সমূহকে বুঝায়।

উক্ত সিদ্ধবাক্যে একথাই বলা হয়েছে যে, গুরুর নিকট পাপসমূহ এবং যা কিছু আছে তা নিয়ে আত্মসমর্পণ করলে ও আমিত্বকে বিসর্জন করলে সদ্‌গুরু অন্তর্যামী হিসেবে ভক্তের সকল ব্যাথা বারণ করবেন।

২। দৈববাণী পাবে তুমি যথায় তথায়,
রিপু তোমার হবে ধ্বংস শ্রীগুরুর কৃপায়।

ব্যাখ্যা: সদ্‌গুরুর নিকট ভক্তের সর্বস্ব অর্পিত হলে ইহার ফল-শ্রুতিতে ভক্তগণ যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায়, দৈববাণী বা স্রষ্টার তরফ হতে এলহাম, অহি, স্বপ্ন ইত্যাদি ঐশী বাণী প্রাপ্ত হবেন। এখানে যথায় তথায় শব্দগুলো ব্যবহার করে গুরু রমিজ বিষয়টির উপর গুরুত্বও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

উক্ত বাক্যে আরো উল্লেখ্য যে, গুরুতে সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ করা হলে কোন প্রকার পাপ আত্মসমর্পিত ভক্তকে স্পর্শও করতে পারবে না এবং শ্রীগুরু বা সদ্‌গুরুর কৃপায়ই ইহা সম্ভব। ভক্তের দেহ-মন হৃদয়ের যত পাপ সবই সদ্‌গুরুর কৃপায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩। সর্বস্ব করিও অর্পণ না রাখিও বাকী,
হইবে আত্মার মুক্তি সর্বজীব সাক্ষী।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ ভক্তগণকে তাদের সদ্‌গুরুর নিকট সর্বস্ব অর্পণ করার আদেশ দিচ্ছেন। সর্বস্ব বলতে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সদ্‌গুরুর নিকট অকুণ্ঠ চিত্তে সকল পাপ (ষড়রিপু, এগারো ধারার পাপ ও ইন্দ্রিয়াদির পাপ) প্রকাশ করা এবং *গুরুকে বিষয়-আশয় যা কিছু আছে ইহার হেফাজতকারী হিসেবে গণ্য করা*। অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট ভক্তের আমিত্বকে বিসর্জন দেয়া এবং কিছুই বাকী রাখা যাবে না।

তা হলেই একজন ভক্তকে সৎকর্ম করানো এবং অসৎ কর্ম হতে বিরত রেখে তার নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করা সম্ভব হবে। ফলে, ভক্তের আত্মার মুক্তি আসবে এবং ইহার সাক্ষী স্বয়ং সর্বজীব বা স্রষ্টা। যেহেতু স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান সেহেতু সর্বজীব মানেই স্রষ্টা।

৪। তোমার মধ্যে যদি মাত্র কিঞ্চিৎ থাকে ধোকা,
আপনাকে দিলে ফাঁকি তুমি ভবে বোকা।

ব্যাখ্যা: এ আপ্তবাক্যটিতে মহাগুরু রমিজ উপদেশ দিচ্ছেন যে, যদি কোন ভক্তের মনে নিজ গুরু, বিধান ও কর্ম সম্বন্ধে কেবল সামান্য মাত্রও ধোকা অর্থাৎ সন্দেহ বা সংশয় থাকে তবে নিজের সাথে নিজকেই ফাঁকি দেয়া হলো। বিধান হলো নিজের জীবনাচরণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কর্ম করলে আত্মার মুক্তি লাভ করা যায়। সুতরাং, ইহার প্রতি সন্দ্ব, দন্দ্ব থাকলে নিজ আত্মার প্রতি আত্মঘাতী কাজ করা হলো। আত্মজগতে বা অধ্যাত্ম জগতে আত্মঘাতী কাজ আত্মার মুক্তির বিপরীত ফল বয়ে আনে। ইহার জন্য প্রবঞ্চনা জনিত পাপের ফল ভোগ করতে হবে। তাই, মহাগুরু রমিজ বলেন এ জাতীয় লোক পৃথিবীতে সবচেয়ে বোকা, অর্থাৎ তার কোন আত্মবোধ এবং আত্মচেতনা বলতে কিছুই নেই।

৫। সৎ গুরুর চরণে যেবা হইয়াছে লয়,
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান পাইয়াছে ভবে মৃত্যুঞ্জয়।

ব্যাখ্যা গুরু রমিজের মতে তিনিই সদ্‌গুরু যিনি অন্তর্যামী, অন্তরের ব্যাথা বেদনা বারণ করেন, যার অনুগ্রহে নিত্য দৈববাণী পাওয়া যায়, যার আদেশ পালনে পূর্বকর্ম ও ইহকালের কর্ম কর্তন হয় এবং আত্মার মুক্তি ঘটে।

উক্ত সদ্‌গুরুর চরণে অর্থাৎ বিধানে যিনি নিজকে সমর্পণ করতঃ লয় হয়েছেন এবং নিজকে বিলীন করে দিয়েছেন তিনি গুরু সঙ্গ লাভ করে এবং তাঁর আদেশে কর্ম করে আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে আত্মোপলব্ধি করেছেন। নিজ আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছেন। গুরুর জীবনাচরণ ও নিজের জীবনাচরণ একাকার করতঃ আত্মতত্ত্ববিদ হয়ে গেছেন। গুরুতে এবং তাঁর বিধানে তিনি আত্মসমর্পণ করতঃ আমিত্বকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাই তিনি (ভক্ত) আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন।

৩এ অবস্থায় ভক্ত নির্বাণ লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁর আর ধরায় জন্ম নিয়ে আসতে হবে না। আর জন্ম না নিলে তার মৃত্যুও নেই। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয় বা মৃত্যুকে জয় করেছেন।

৬। শ্রী গুরুর যাহা দরকার দেখিবে চিন্তা করে,
না চাহিতে যোগাইবে আপন ইচ্ছা করে।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ ভক্তদের প্রতি একটি অতি উত্তম আদেশ করেছেন। আর সে আদেশটি হলো, গুরুর কখন কি প্রয়োজন তা ভক্তগণ চিন্তা করে বিবেচনা করবে। একজন ভক্তের কাছে মূলতঃ একজন সদ্‌গুরুর কি চাহিদা থাকতে পারে তা নিরুপণ করে ভক্তগণই তা যোগাইবেন। গুরু রমিজ **জীবনকে স্বীকার করেই জীবনাতীতের সাধনা করেছেন**। তিনি শাড়ী কাপড় ও থান কাপড়ের ব্যবসা করতেন এবং পরিবার পরিজনের ভরন-পোষণ করতেন। পারিবারিক জীবন চালনার জন্য তিনি কখনো ভক্তদের নিকট কিছু চাইতেন না। বার্ষিক ওরশ মাহ্‌ফিল ও মাসিক বা সাপ্তাহিক মাহ্‌ফিলের খরচাদি ভক্তরাই ব্যবস্থা করতেন।

তাহলে, তাঁর আর কি চাওয়ার ছিল, তাঁরই বিধান মতে একজন পরম ভক্তের কাছে গুরু কেবল ভক্ত দর্শন, আন্তরিক ভালবাসা, আন্তরিক ভক্তি ও তাঁর চোখের জলই পেতে চায়। এগুলোই হচ্ছে সদ্‌গুরুর প্রাণ ও হৃদয়ের খোরাক। এ খোরাক ছাড়া সদ্‌গুরু প্রাণ রক্ষা করতে পারেন না।

মহাগুরু রমিজ তাঁর অতিপ্রিয় একটি বাণী ও সঙ্গীতে তাঁর ভাষায় বলেছেন-*বন্ধু বিনে কে আছে আর বলরে সুবল*

বন্ধু বিনে কে আছে আর বল।
(৫) সুবলরে, রমিজ কয় সে থাকেগো ধারে,
চিনিয়া না চিন তারে গো,
বাঁধ তারে ভক্তির ডোরে রে সুবল,
চরণে দিয়া চোক্ষের জল।

বাণী-২৮ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

উক্ত বাণীতে ভক্তি ও চোখের জল দ্বারা গুরু ও স্রষ্টাকে স্মরণ করার কথাই বলা হয়েছে। রমিজের এরকম অনেক বাণীতে অনুতপ্ত হৃদয়ে চোখের জল দ্বারা সাঁঈ ও স্রষ্টাকে স্মরণ করতঃ আপন করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

৭। গুরুর সম্পর্কের সহিত সম্পর্ক নাই ভবে,
সবার সংগের সম্পর্ক তোমার ত্যাগ করিতে হবে।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

পৃথিবীতে আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে এবং বংশের অন্যান্য সদস্যদের সাথে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের সাথে আমাদের জাগতিক বন্ধন আছে। কিন্তু কোন আত্মিক, পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সদ্‌গুরুর সাথে আমাদের (ভক্তের) মহান আত্মজগতের সম্পর্ক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান, যাহা মৃত্যুর পরও অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। এ সম্পর্কের কারণেই গুরু ভক্তের মুক্তির জন্য ধরায় আগমন করেন।

এই সম্পর্কের সাথে জাগতিক ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বন্ধু ইত্যাদির সম্পর্ক অতি তুচ্ছ। গুরুর সম্পর্কের সাথে অন্য কারো সম্পর্ক তুলনাই করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে গুরু রমিজ তাঁর প্রশ্নোত্তর পর্বে
৮৩ নং প্রশ্নউত্তর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কি ?
তার জবাবে বলেন- *গুরু হচ্ছে শিষ্যের জীবন দাতা।*

৫৫ নং প্রশ্নোত্তর-সৎগুরুর সংগে সম্পর্ক কি ?
উত্তরে বলেন- *আশ্রয়দাতা ও মুক্তিদাতা।*

৫৪ নং প্রশ্নোত্তর-সৎগুরুর মালিক কে ?
উত্তরে বলেন- *পরম ভক্ত।*

এরকম গুরুশিষ্য নিয়ে অনেক প্রশ্নোত্তর ভক্তদের জন্য মহাগুরু রমিজ রেখে গেছেন এবং এগুলোর বিশদ ব্যাখ্যাও রয়েছে।

নিজ আত্মাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সদ্‌গুরুর মহান সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে যদি পারিবারিক, বংশীয় বা বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য যে কোন সম্পর্ক ত্যাগ করিতেও হয় পরম ভক্তের তাই করতে হবে। ইহাই সদ্‌গুরুর নিকট একজন পরম ভক্তের কর্তব্য।

৮। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে যাবে গুরুর পাশ,
মনেতে রাখিবা তুমি চির কৃত দাস।

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ উপদেশ দিচ্ছেন যে, ভক্ত যখন গুরু সঙ্গ করতে যাবে বা গুরু দর্শনে যাবে তখন তাঁর দেহ, মন, হৃদয়, আত্মাকে পরিস্কার পরিচ্ছন অর্থাৎ ভেজাল মুক্ত করে নিতে হবে। এগুলো যদি কোন প্রকার বিকারগ্রস্থ থাকে তবে তা দূর করতঃ শুদ্ধ করে নিতে হবে। দেহ-মনে বা চিন্তা-ভাবনা-চেতনায় গুরু ও বিধান সম্বন্ধে কোন সন্দ-দন্দ্ব বা সংশয় থাকতে পারবে না।

নিজকে সর্বপ্রকার পাপ ও পাপাচার হতে বিরত/মুক্ত করে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, আরো বলা হয়েছে যে, মনের সকল ভেজাল দূর করে তার পরিবর্তে নিজের মনে প্রাণে নিজকে সদ্‌গুরুর চির কৃতদাস স্বীকার করতঃ সদ্‌গুরুর নিকট আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে হবে।

৯। তাহা হলে সর্বজীবের কৃপা তুমি পাবে,
সত্য জ্ঞান হৃদয়ে তোমার ফুটিয়া উঠিবে।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত সিদ্ধবাক্য (৮নং) অনুযায়ী একজন ভক্ত সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যদি গুরু কর্ম করতে পারেন তবেই সর্বজীব তথা স্রষ্টার কৃপা লাভ করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন। আর সর্বজীব বা স্রষ্টার কৃপা লাভ করলেই পরম ভক্তের হৃদয়ে সত্য জ্ঞান বা পরম জ্ঞান অর্থাৎ

আত্মজ্ঞান ফুটে উঠবে বা জাগ্রত হবে। এ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেই পরম সত্যের সন্ধান পাবেন। তার বিধানে কর্ম করতঃ আত্ম পরিচয় লাভ করে আত্মার মুক্তি লাভ করতে পারবেন।

১০। দেখিবে জ্ঞানের আলো খুলিবে দর্শন,
বিশ্বমাঝে আর কিছু নয় শুধু একজন।

ব্যাখ্যা: উপরোল্লিখিতভাবে পরম ভক্তের হৃদয়ে যখন আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উন্মেষ হবে তখনই তাঁর দিব্যচক্ষু খুলে যাবে এবং এ দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক দর্শন (Spritual phyloshophy) বা পারমার্থিক দর্শন খুলে যাবে। এ পর্যায়ে তিনি হয়ে যাবেন আধ্যাত্মিক দার্শনিক। দিব্যজ্ঞানরূপ আলোতে তিনি অধ্যাত্ম বিষয়ক সবই দেখতে পাবেন। এ অবস্থায় তিনি ইহাই অনুভব করতে পারবেন যে, এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে স্রষ্টা ছাড়া আর কিছুই নেই। সর্বভূতে, সর্বত্র, সর্বসময়, সর্বজীবে কেবলমাত্র স্রষ্টাই বিরাজমান- অন্য কেহ নয়।

১১। হইবে আত্মার মুক্তি লয় সৃষ্টি হাতে,
মিশিবে অনন্তের সাথে আপনার ইচ্ছাতে।

ব্যাখ্যা: ১০নং আপ্তবাক্য মতে পরম ভক্ত যখন পারমার্থিক দর্শন লাভ করবেন তখনই তিনি আত্মার মুক্তি লাভ করবেন এবং সৃষ্টিতে লয় হয়ে যাবেন। মুক্তি লাভ করার আরো একটি অর্থ হচ্ছে- বিধানে বিলীন হওয়া, গুরুতে বিলীন হওয়া আর সৃষ্টিতে লয় হওয়া।

এ অবস্থায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত ভক্তগণ নিজ ইচ্ছাতে মহাবিশ্ব-সৃষ্টি ও অনন্তের সাথে মিশে যাবেন।

ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত আত্মা, সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর আত্মা ও সর্বজীবের আত্মা সমূহ মহা-পরমআত্মায় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাবে।

১২। ভাল-মন্দ যাহা তোমার হইবে দরকার,
জ্ঞানের চক্ষে দেখিবে তুমি ইচ্ছায় আপনার।

ব্যাখ্যা: ১১নং সিদ্ধবাক্য অনুযায়ী পরম ভক্ত ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত হলে পরে মহাগুরু রমিজের উপদেশ ও আদেশ মতে তাঁর জ্ঞানের চক্ষু বা দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে ভাল-মন্দ বিবেচনা করে দেখার মত ক্ষমতাও পাবেন। নিজ ইচ্ছায় তিনি জ্ঞানের চক্ষু দ্বারা সবই দেখতে পাবেন।

সব কিছু দেখাই তাঁর ইচ্ছাধীন থাকবে। তাঁর ইচ্ছায় সবকিছু দেখতে পাইলে ভাল-মন্দ বিচার করতঃ তিনি সকল কর্ম সমাধা করতে পারবেন। আর তখন তাঁর কর্মে কোন ভুল থাকবে না। সকল সময় নির্ভুল কর্ম করতে পারবেন।

অধ্যাত্ম জগতের একজন ভক্ত ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জ্ঞানের চক্ষু বা দিব্যচক্ষু লাভ করার সুকামনাই থাকে।

১৩। তখন এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে হইবে,
অনর্গল চক্ষের ধারা আপনি বহিবে।

ব্যাখ্যা: মহাগুরু রমিজ এই সিদ্ধবাক্যে বলতেছেন "তখন এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে হইবে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই তখন-সময়টি বা সময়গুলো কখন ? মহাগুরু রমিজ এ পর্বে (গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ) ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং সিদ্ধবাক্যের মর্ম অনুযায়ী একজন পরম ভক্তের জন্য এ মুহুর্তগুলো হচ্ছে- তিনি যখন সৎগুরুর কৃত দাসে পরিণত হয়, সত্যজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান যখন হৃদয়ে ফুটে উঠে, যখন নিজ ইচ্ছায় অনন্তের সাথে মিশে যান এবং যখন পরম জ্ঞানের ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। এ সবগুলো অবস্থার প্রেক্ষিতেই গুরু রমিজ বলছেন "এ অবস্থায় একজন পরম ভক্তের মধ্যে অনন্ত দয়া সৃষ্টি হবে। যিনি অনন্তের সাথে মিশে গিয়েছেন তিনি স্রষ্টার অনন্ত কর্মে যোগ দিতেছেন। তাই, তাঁর মধ্যে বা তাঁর হৃদয়ে অনন্ত দয়াইতো সৃষ্টি হবে। তবে এ দয়া কার প্রতি হবে ?

দয়া হবে, যত কিছু দেখা যায়, যত কিছু বুঝা যায়, আবার যা কিছু আছে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। অর্থাৎ সকল প্রকারে-আকারে সাকারে, নিরাকারে, দূরে অথবা কাছে, যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিই"।

এ অবস্থায় দয়াল স্রষ্টার সাথে লয় হয়ে পরম ভক্তের পরমাত্মা স্রষ্টায় সৃষ্টিতে একাকার হয়ে দয়াল নাম ধারণ করেন। আর দয়ালের এ অবস্থায় স্রষ্টা-প্রেম, সর্বজীব প্রেম এবং সর্ব আত্মার মঙ্গল কামনায় অনন্ত প্রেমে অনর্গল চক্ষের জল আপনি বহিবে। যিনি অনন্তে মিশে আছেন তাঁর আশা-আকাঙ্খা, হাসি-কান্না অনন্তে যাহা আছে তাদের জন্যই।

১৪। হইবে তোমার মধ্যে সত্যের পরিচয়,
যথায় তুমি তথায় আমি জানিও নিশ্চয়।

ব্যাখ্যা: অত্র পর্বের (গুরুতত্ত্ব ও গুরুত্ব অর্পণ) সিদ্ধবাক্য ০১ হতে ১৩ পর্যন্ত মহাগুরু রমিজ নির্দেশিত আদেশ ও উপদেশাবলী যে পরম ভক্ত তাঁর জীবনে ও জীবনাচরণে, মন ও মননে, কর্মে ও স্মরণে বাস্তবায়িত করেছেন তাঁর প্রেক্ষাপটে মহাগুরু রমিজের আত্মিক আদর্শ ও পারমার্থিক তত্ত্ব মতে তিনি পরম সত্যের বা স্রষ্টার পরিচয় লাভ করবেন এবং ইহাও নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, পরম ভক্ত যেহেতু সদ্‌গুরুতে এবং স্রষ্টাতে বিলীন হয়েছেন, সেহেতু এই ভক্ত যেখানে স্রষ্টাও সেখানে অবস্থিত।

অর্থাৎ, নিষ্কলুষ চরিত্রের আত্মা যেখানে তাঁর স্রষ্টাও সেখানে আছেন। আরো বলা হয়েছে যে, উক্ত অবস্থায় পরম ভক্ত, গুরু ও স্রষ্টা অনন্ত অসীমের মাঝে একাকার হয়ে আছেন।

১৫। ধর্মের নামে হত্যা কেন সেই ধর্ম কি বলনা,
না বুঝিয়া করে কাজ আত্ম প্রবঞ্চনা।

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ বিভিন্ন ধর্মের লোকদের তাদের নিজ নিজ ধর্মের শাস্ত্র অনুযায়ী নির্বিচারভাবে যে সমস্ত পশু হত্যা করছেন তার ঘটনাই উল্লেখ করেছেন।

তাঁর মতে পশু হত্যা বলতে নিজ দেহের ষড় রিপু (যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য) দেহের ইন্দ্রিয়াদি (যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কামেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) এর অশুভ আসক্তি নাশ করা। কোরবাণী এবং বলিদান করার নামেই এসমস্ত প্রাণী বধ করার রেওয়াজ বহুকাল পূর্ব হতেই চলে আসছে।

নিজ আত্মার বা মনের পশু প্রবৃত্তিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই হচ্ছে কোরবাণী বা পশু বলিদান। গুরু রমিজের মতে- নিজ দেহের পশু প্রবৃত্তিগুলোকে ত্যাগ না করে বা ধ্বংস না করে জাগতিক জীবন্ত অন্যান্য পশুকে হত্যা করা নিজের বিবেকের সাথে নিজে আত্ম প্রবঞ্চনা করার শামিল।

কারণ, হত্যাকৃত বা বলিদানকৃত পশুগুলো জন্মান্তরবাদ মতে পূর্ব জন্মে তারা আমাদের মত মানবদেহ নিয়েই জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু তখন মানুষ হয়েও পশু সুলভ কর্ম করেছে বলে পুনরায় তারা পশু দেহরূপ আকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের আত্মা এবং আমাদের আত্মা একই পরমাত্মা হতে সৃষ্ট। হত্যা কাজে এক পরম আত্মা অপর পরম আত্মার সাথে জড়িত। তাই, হত্যার কাজে আত্মায় আত্মায় একে অপরকে না চিনার কারণে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হচ্ছে।

১৬। যাগ যজ্ঞে নাহি হয় ঈশ্বর উপাসনা,
অরণ্য রোদনে কিন্তু কেহ শোনেনা।

ব্যাখ্যা: পৃথিবীতে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মতে বিভিন্ন লোক বহুরূপী সেঁজে স্রষ্টাকে (ঈশ্বরকে) পাবার জন্য লোক ভুলানো আচার অনুষ্ঠান করার মধ্যে লিপ্ত আছে। অসচেতন লোক সমূহ এহেন কুসংস্কারের মাঝেই মগ্ন থাকেন।

গহীন অরণ্যে বা জঙ্গলে রোদন বা কাঁদলে যেমন কেহই শোনতে পায়না তদ্রুপ উপরোক্ত আচার অনুষ্ঠান বা যাগ যজ্ঞেও স্রষ্টা শোনবেন না। সব কিছুই নিস্ফল চেষ্টা মাত্র। স্রষ্টাকে পাবার জন্য লোক দেখানো ও লোক ঠকানো বিরাট আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই।

স্রষ্টা মানব হৃদয়ে বাস করেন, হৃদয়েই তাঁর স্থান। হৃদয় ভরে তাঁকে ভালবাসলে এবং তার সৃষ্ট যত প্রাণী সব কিছুকে ভালবাসলে তাঁকেই ভালবাসা হলো।

আরো মনে রাখতে হবে যে, স্রষ্টা মানবের সকল সৎকর্মের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সবই দেখেন, শুনেন এবং বুঝেন।

১৭। পিতার সামনে পুত্র বধ করে যেইজন,
তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট পিতা হবেনা কখন।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ জীবহত্যা যে স্রষ্টার পছন্দনীয় নয় তার একটি সুন্দর উপমা দিচ্ছেন।

গুরু রমিজ যা বলতে চেয়েছেন তা হলো-পৃথিবীতে কোন লোক যদি অন্য কোন লোকের উপস্থিতিতে ঐ লোকের পুত্রকে বধ করেন বা হত্যা করেন তবে কোন দিনই পিতা তাঁর পুত্রকে যিনি বধ করেছে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

তদ্রুপ, এ বিশ্বব্রহ্মান্ডে মানবসহ প্রত্যেকটি প্রাণীই স্রষ্টার সন্তান। তাই, যিনিই জীবহত্যা বা বধ করবে তার প্রতি স্রষ্টা কোন সময়ই সন্তুষ্ট

হতে পারেন না। আর সে জন্যেই মহাগুরু রমিজ তাঁর ভক্তদেরকে জীব বা প্রাণী হত্যা না করার আদেশ দিয়েছেন এবং সে জন্যই তাঁর ভক্তগণ আজীবন নিরামিষভোজী থাকেন এবং আছেন।

১৮। পিতার নিকটে পুত্র প্রত্যেকে সমান,
মূর্খ, কুপুত্র কিংবা যদি হয় বিদ্যান।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ তাঁর বিধানের একটি বিশেষ সিদ্ধ বাক্য উদ্বৃত করেছেন। স্রষ্টার নিকট প্রত্যেকটি প্রাণীই সমঅধিকার ভোগ করছেন তা-ই বলা হয়েছে। তা তিনি পিতা-পুত্রের একটি উপমা বা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন।

একজন পিতার যদি একাধিক পুত্র থাকেন এবং কেহ বিদ্যান, কেহ মূর্খ, কেহ অন্ধ, কেহ কানা, কেহ বোবা ইত্যাদি এমন থাকেন, তবে সকল ধরণের পুত্রই পিতার নিকট সমান এবং সমঅধিকার প্রাপ্য। সবাই পিতার নিকট একই রকম আদর আপ্যায়ন পেয়ে থাকেন। কেহ কম, কেহ বেশী এমন নয়। সবাই সমঅধিকার ভোগ করতেছে।

এখন যেহেতু সকল প্রাণীই স্রষ্টার নিকট সমান, সেহেতু প্রত্যেকটি প্রাণী একই মাটি, একই জল, একই বাতাস, একই বায়ূ এবং একই বসুন্ধরা হতে সৃষ্ট নিজ নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য পেতেছে।

প্রত্যেক প্রাণীই স্রষ্টার নিকট সমান। বাঁচিয়া থাকার অধিকারও প্রত্যেক প্রাণীরই সমান সমান। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-এই পঞ্চভূতে সমঅধিকার নিয়ে বিচরণ করছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ, ইতর প্রাণী এবং সর্বজীব প্রকৃতিগত ভাবেই (by nature) স্রষ্টার নিকট থেকে বেঁচে থাকার সমঅধিকার পাচ্ছে। সুতরাং মানুষ মানুষের সাথে যে রকম মানবীয় আচরণ করে তদ্রুপ অন্যান্য প্রাণী ও জীবের সাথেও একই আচরণ করা উচিৎ। ইহাই রমিজের উক্ত সিদ্ধবাক্যের মূল বিষয় বস্তু।

১৯। মানবকে করিলে হত্যা বিচারে হয় ফাঁসী,
জীবকে করিলে হত্যা ঈশ্বর কি হবেন খুশি ?।

ব্যাখ্যা: মহাগুরু রমিজ এখানে মানবকে উপমা দিয়ে ইহাই বুঝাচ্ছেন যে, জীব হত্যা করলে ঈশ্বর (স্রষ্টা) কখনো খুশি হতে পারেন না।

পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন মানুষকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করলে আদালতের রায় হিসাবে হত্যাকারীর ফাঁসী হয়।

পৃথিবীর সকল প্রাণীর আত্মাই নিজ কর্মফেরে প্রাণী দেহে দেহান্তরিত হয়ে থাকে। কেবল কর্ম দোষে মানবাত্মা বিভিন্ন পশুর আকার ধারণ করেছে। গুরু রমিজের আধ্যাত্মিক বিবেচনায় এবং আলমে আরওয়ায় সকল প্রাণীর আত্মাই মানবাত্মা রূপে বিরাজ করে।

সুতরাং যে কোন জীবের আত্মা মানে মানবেরই আত্মা। সকল আত্মা স্রষ্টার নিকট মানবাত্মা হিসাবে বিবেচিত হয়।

এ পৃথিবীতে মানবকে হত্যা করলে উহার জন্য কেহই খুশি হতে পারেন না। বিচারে হত্যাকারীর ফাঁসী হয়। তাই, জীবকে (মানব সম আত্মা) হত্যা করলে ঈশ্বর খুশি বা আনন্দিত হতে পারেন না। অর্থাৎ জীব হত্যায় স্রষ্টা সন্তুষ্ট নন। জীব হত্যাকারী মানবের আত্মাকে পরজন্মে জীবদেহে দেহান্তরিত করে হত্যার দায়ে স্রষ্টার বিচারে হত্যা হতে হয়। ইহাই উপরোক্ত সিদ্ধ বাক্যের মূল বিষয়বস্তু।

২০। বধ করিলে হবে বধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
মানবের বিচারের মত সমান সমান।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ মানবের বিচারের উপমা দিয়ে বলেছেন যে, মানবকে হত্যা করলে পৃথিবীর বিচারকের বিচারে আইনতঃ হত্যাকারীর ফাঁসী হয়। তদ্রুপ, কোন প্রাণীকে হত্যা করলে স্রষ্টাও মানবের মত সমান সমান বিচার করবেন।

অর্থাৎ, হত্যাকারীও পরবর্তী জীবনে আত্মজগতের বিচারে বা পারমার্থিক বিচারে প্রাণে বধ হতে হবে। ইহাই রমিজের মতে *আধ্যাত্মিক বিধানের বিচার*।

২১। কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য,
জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত।

ব্যাখ্যা: এ সিদ্ধবাক্যে মহাগুরু রমিজ মানবের কর্মফল সম্বন্ধে একটি চির সত্য (Universal truth) মহামূল্যবান উক্তি করেছেন।

"কর্ম অনুযায়ী ফল" এ কথাটি যথার্থ সত্য এবং সর্ববাদীসম্মত সত্য। ইহা সর্ব ধর্ম-মত ও পথের গ্রহণযোগ্য বটে। আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি অত্যন্ত সুন্দর প্রবাদ বাক্য আছে যে **"যেমন কর্ম তেমন ফল"**।

কোন কোন মণিষী বলেছেন **"কর্মই ধর্ম"**। অর্থাৎ যে যেই ধর্ম বা তরিকায় আছেন সেই ধর্ম বা তরিকা অনুযায়ী যতটুকু কর্ম করবেন ততটুকু কর্মের ফলই তিনি পাবেন। এরকম কর্মফল নিয়ে কবি, দার্শনিক ও মণিষীদের অনেক উক্তি আছে। ইহাতে **"কর্মফল সত্য"** এ কথাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাগুরু রমিজও তাই বলছেন যে *"এ বিশ্ব মাঝে যদি কর্মফল সত্য প্রমাণিত হয় তবে জীবে দয়া না থাকিলে কেহই মুক্ত হতে পারবে না। আর এ মুক্তি হচ্ছে আত্মার স্বভাব মুক্তি বা আত্মার ভুলের মুক্তি"*।

প্রত্যেকটি জীব বা প্রাণী স্রষ্টার সন্তান এবং তাদের লালন পালন স্বয়ং স্রষ্টাই করছেন। সর্বজীব বেঁচে থাকার সম অধিকার নিয়ে এ বিশ্বচরাচরে বিচরণ করছে। ইহা বিশ্ব স্রষ্টার এক অপরূপ লীলা। তাঁর লীলা বা খেলার কোন শেষ নেই। বিশ্বব্রহ্মান্ড স্রষ্টার খেলার মাঠ। স্রষ্টা এ খেলার মাঠের নিয়ন্ত্রক। সকল সৃষ্ট জীব তার খেলোয়াড়। জীবের কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁর হারজিত নির্ভর করে। স্রষ্টা কেবল দেখেন এবং

কর্মগতি বা কর্মফল লিখেন। যারা ভাল কর্ম করেন তাঁরা ভাল ফল পাবেন "ইহাইতো ধ্রুব সত্য তত্ত্ব"।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন-

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুজেছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সুতরাং, সর্বজীবকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হলো। ইসলাম ধর্ম মতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

"সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র আপনজন। অতএব, তিনিই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন"।

অর্থ- যে ব্যক্তি আলাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন, আলাহ্‌ও তাঁহার প্রতি দয়া করেন।

[সূত্র ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ নবম-দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বহি- ৬নং হাদীস]

সবশেষে ইহাই সত্য বলে বলা যায় যে, সর্বজীবকে দয়া করলেই স্রষ্টার অনুগ্রহ পাওয়া যাবে। আর ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ।

মহাগুরু রমিজের মূলনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো "সর্বজীবে দয়া প্রর্দশন। আর ইহাতেই রয়েছে মানুষের মুক্তি"।